বালক
শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীনন্দলাল

শ্রীমান নন্দনন্দনের ব্রজবসতিকালীন বাসস্থানাদির চিত্র,
বংশলিপি, সহচরগণ, ধেনুগণ ও পরিবারগণের
সংক্ষিপ্ত পরিচয়

জনৈক লীলারস-ভিক্ষুক
কর্তৃক সঙ্কলিত

প্রকাশক
শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী
৫৭।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৩৪২

প্রাপ্তিস্থান—

২৬, রাধাকান্ত জিউ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

প্রিন্টার—শ্রীকালীপদ নাথ

নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৬, চালতাবাগান লেন, কলিকাতা।

ভূমিকা

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন—

বাহ্য অন্তর ইহার দুই ত সাধন।
বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥

চৈঃ—মধ্য—২২ পরিচ্ছেদ

কোনও স্থানের বিষয় ধারণা করিতে হইলেই তথাকার রূপ, নদী, পর্ব্বতাদির স্থান, গৃহাদির আকার ও সংস্থান, বৃক্ষলতাদির রূপ ইত্যাদি মানসপটের সম্মুখে প্রতিভাত হওয়া প্রয়োজন। তথাকার লোকজন, পশু পক্ষী, হাট বাজার প্রভৃতিও চিত্তে অঙ্কিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীভগবান্ নন্দনন্দনের বাল্যলীলা যে সকল পরম ভাগ্যবান্ ভক্তের ধ্যান ধারণার বিষয়, স্থানের চিত্র, মানচিত্র প্রভৃতিতে তাঁহাদের চিন্তা-প্রণালীর কথঞ্চিৎ আনুকূল্য হওয়া সম্ভব। এই ভরসায় শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া ২খানি মানচিত্র ও শ্রীকৃষ্ণের বংশাবলি ও পরিবারাদির কিঞ্চিৎ পরিচয় এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সন্নিবেশ করা গেল। উল্লিখিত বিষয় সমূহে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের বর্ণনায় সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হয়। সুতরাং যদিও ভিন্ন ভিন্ন পুরাণাদি হইতে বর্ণনা সংগ্রহ করিলে

মানচিত্রাদির পূর্ণাঙ্গতা ও সৌষ্ঠব সম্পাদন করিতে পারা যাইত, তথাপি একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে ও শ্রীগৌড়ীয় গোস্বামীপাদগণের অনুভূত ও লিপিবদ্ধ বর্ণনা অবলম্বনে যতটা সম্ভব বিবরণ দেওয়া গেল। পাছে কাহারও পরমপাবন শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি নিষ্ঠাভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায় পুরাণান্তরের আশ্রয় গ্রহণে বিরত রহিলাম। যাঁহারা কলিকাতা অথবা অন্য প্রধান নগরীতে পাকা গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন অথবা বাড়ীর চিত্র (নক্সা) দেখা শুনা করিয়াছেন, আমার পরিচিত ভক্তগণমধ্যে অনেকেই তাদৃশ। সুতরাং পুস্তিকাসংলগ্ন চিত্রদ্বয় বুঝিতে তাঁহাদের কোনও ক্লেশ হইবে না বলিয়া আমার বিশ্বাস।

এই পুস্তিকায় ও এতদন্তর্গত চিত্রাদি পাঠে যদি একজন ভক্তের চিত্তেরও বিন্দুমাত্র স্পন্দন হয় অথবা ধ্যান ধারণার ও লীলা স্মরণের কণিকামাত্র আনুকূল্য হয় তবেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব। অলমিতি

বিনীত

জনৈক লীলারসভিক্ষুক।

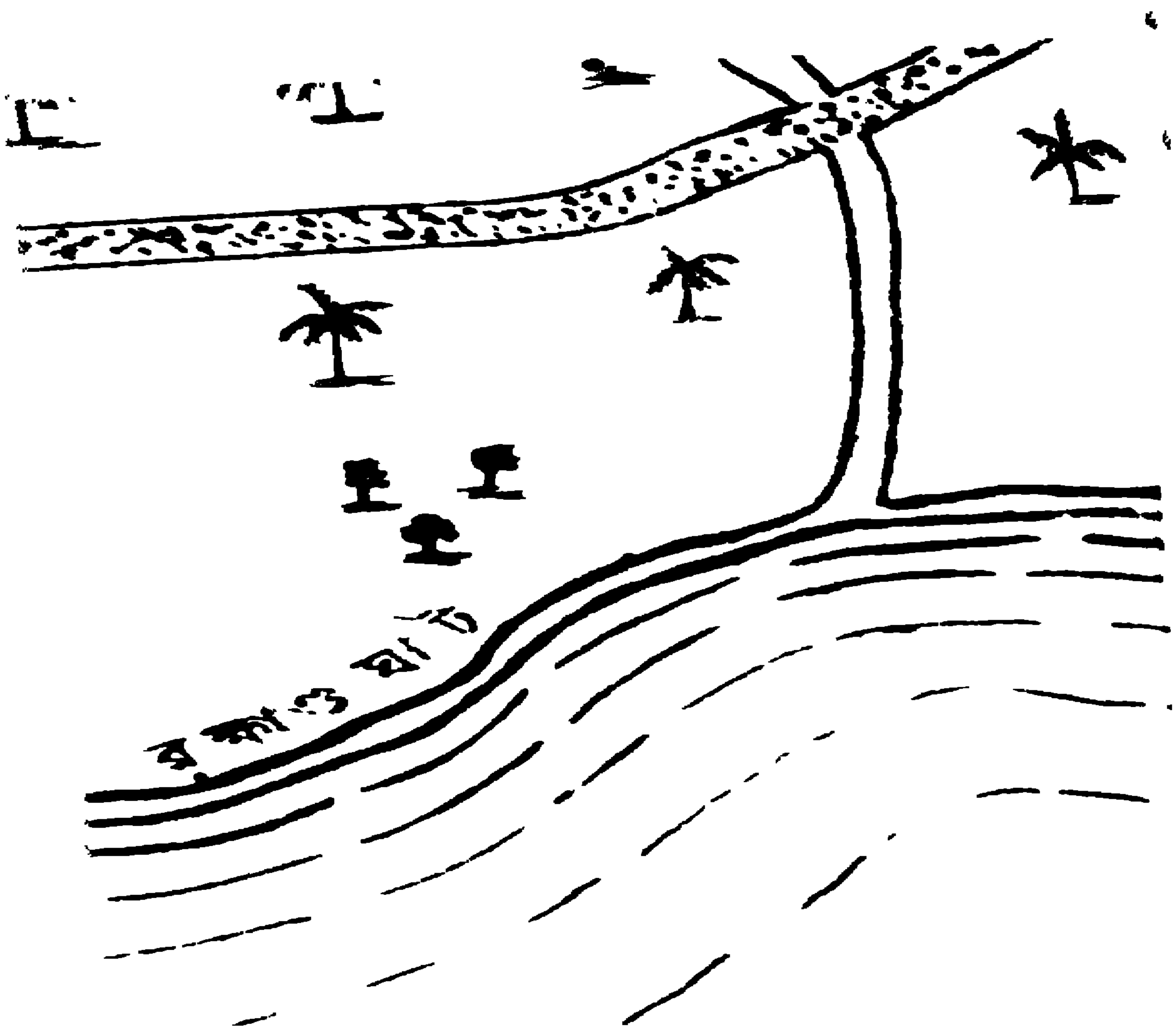

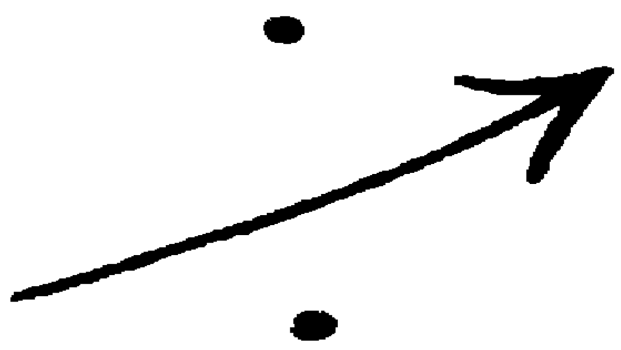

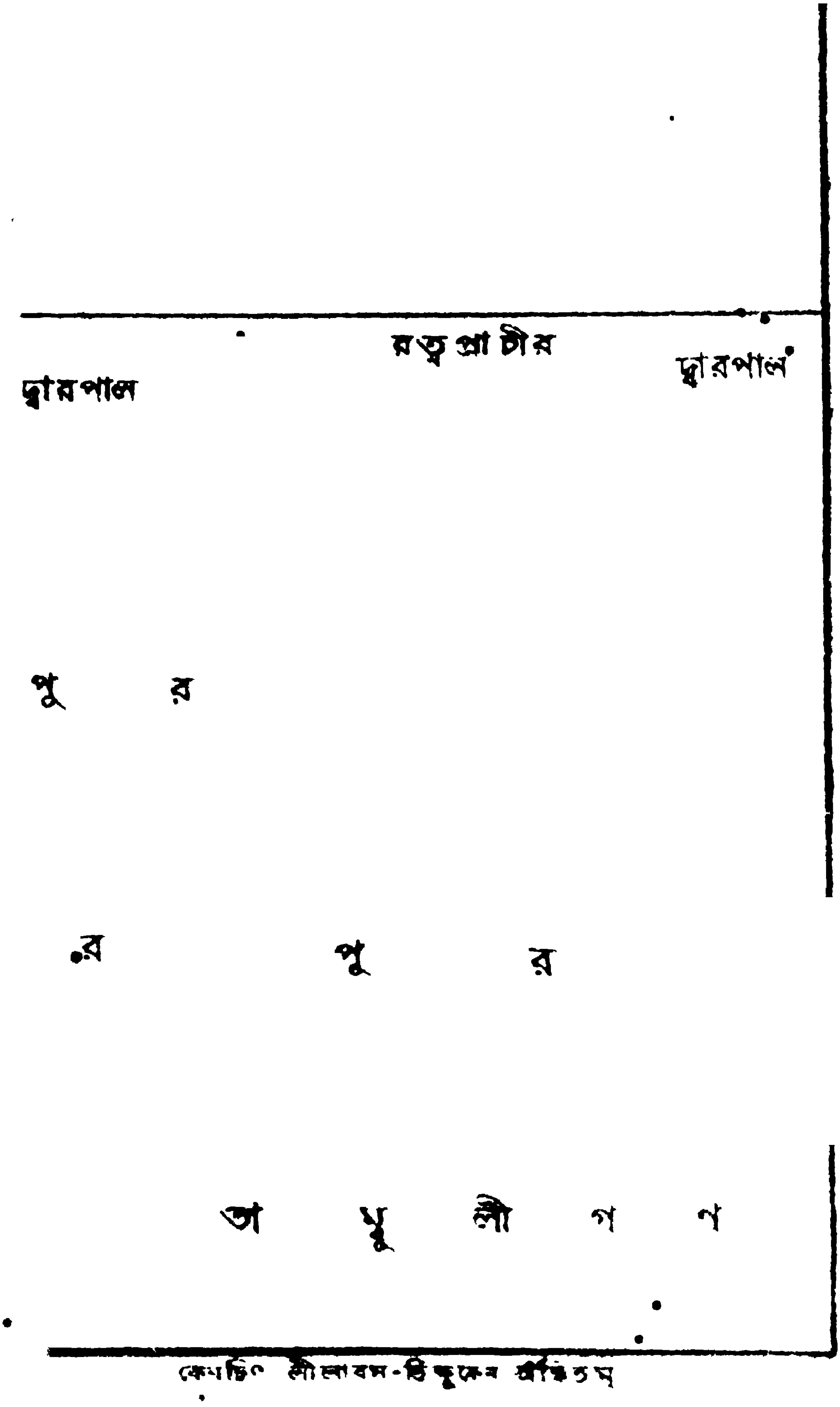

কেনচিৎ লীলাবন-চিত্রকেন প্রকটিতম্

শ্রীনন্দলালা

'জয় নন্দ কি লালা যশোদা দুলালা'

"শ্রুতিমপরে স্মৃতিমপরে
ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে
যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম।"
(রঘুপতি উপাধ্যায়)

ভক্তি মার্গের সাধক যাঁহার সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন, সেই শ্রীনন্দ-নন্দনের পরিচয়, বংশাবলী ও ব্রজবসতিকালীন বাসগৃহাদির পরিচয় জানিতে স্বভাবতঃই লালসা জন্মে। এই পুস্তিকাতে তত্তদ্বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাইতেছে। সঙ্গে দুইখানি মানচিত্র ও দুইটি বংশলিপি দেওয়া গেল। ভিন্ন ভিন্ন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগ্রন্থ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই মানচিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে এবং এই বংশলিপি সঙ্কলন করা হইয়াছে। প্রথম চিত্রে শ্রীনন্দগোকুল অথবা মহদ্বনের মানচিত্র, দ্বিতীয় চিত্রে শ্রীনন্দীশ্বর অথবা নন্দগ্রামের মানচিত্র, তৃতীয় লিপিতে

চন্দ্রবংশের বংশলিপি ও চতুর্থে শ্রীভগবানের ব্রজলীলার কয়েকটি আত্মীয় স্বজনের পরিচয়। সর্ব্বশেষে শ্রীমান্ গোষ্ঠবিহারীর নিত্যানুচর সখাগণ ও গাভীবৃন্দ মধ্যে যে কয়টির নাম সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

লোকপাবন চন্দ্রবংশোদ্ভূত প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা দেবমীঢ় মহাশয়ের বৈশ্যা পত্নীর গর্ভে শ্রীমান পর্জ্জন্য গোপ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নন্দগ্রামে বাস করিতেন এবং নন্দগ্রাম ও নন্দগোকুল (মহদ্বন) ইহার সম্পত্তি ছিল। নন্দগ্রামে শ্রীনন্দীশ্বর পর্ব্বত আজও মস্তক উন্নত করিয়া শ্রীগোবিন্দলীলার স্থান নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই পর্ব্বতের দক্ষিণে শ্রীমান পর্জ্জন্য গোপ বহুমূল্য রত্নখচিত অট্টালিকাদিতে বসবাস করিতেন। কেশী নামক দৈত্যের উপদ্রবে উক্ত গোপ মহাশয় স্বজনগণ, প্রজাবৃন্দ, গাভীবৃন্দ ইত্যাদি সকলকে লইয়া নন্দগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহদ্বনের অন্তর্গত শ্রীযমুনার তটস্থিত গোকুল নামক স্থানে গিয়া বাস করিতে থাকেন। অদ্যাপি ঐ পবিত্র স্থান 'গোকুল' অথবা 'নন্দগোকুল' নামে বিরাজ করিতেছেন এবং লক্ষ কোটী ভক্তের হৃদয়ে দর্শনে ও স্থানের নামটি মাত্র উচ্চারণে ব্রজলীলারসের আস্বাদন জাগাইয়া দিতেছেন। এই গোকুল বাস-কালেই পর্জ্জন্যসুত শ্রীনন্দগোপের গৃহে শ্রীমান্ বসুদেব মহাশয় কর্ত্তৃক নীত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্থাপিত হইয়াছিলেন এবং জন্মাবধি তিন বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অর্থাৎ শ্রীদামবন্ধন-লীলার অন্ত পর্য্যন্ত এই নন্দগোকুলেই শ্রীমানের অবস্থিতি। শ্রীমদ্ভাগবত

কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, দামবন্ধন-লীলার পরে মহদ্বনে নানাবিধ দৈব ও অন্যান্যরূপ উৎপাত দর্শন করিয়া গোকুলবাসী গোপগণ নন্দ মহারাজার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া গোকুলবাস ত্যাগ করিলেন এবং পরিজন ও গোধনাদিসহ বৃন্দাবনে গিয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনবাসী কোনও কোনও মহাত্মার নিকট শুনিয়াছি যে, এই বৃন্দাবন বাস বর্ত্তমান বৃন্দাবনের ক্রোশাধিক দূরে অবস্থিত 'ছাটাগড়' নামক স্থানকে উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে। এই 'ছাটাগড়' গ্রাম অদ্যাপি বর্ত্তমান। নন্দগোকুল ত্যাগ করিবার পর কতদিন এই স্থানে বসতি ছিল তাহা আমি কোনও গ্রন্থ অথবা বৈষ্ণবের মুখ হইতে নির্ণয় করিতে পারি নাই।

'ছাটাগড়' বাস পরিত্যাগ করিয়া নন্দমহারাজ গোপকুল সহ পুনরায় পৈতৃক বাসভূমি নন্দগ্রামে গিয়া বাস করেন। সম্ভবতঃ কেশী দৈত্যের নিধনের পরেই এই বাসস্থান পরিবর্ত্তন হইয়াছিল কিন্তু এ বিষয়ে কোনও প্রমাণ অথবা সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

এস্থলে একটি অপ্রাসঙ্গিক কথা মনে পড়িয়া গেল। কথাটি শ্রবণমাত্র আমার এত মধুর মনে হইয়াছিল যে, ইহা, ভক্তবৃন্দকে উপহার দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। নন্দ-গ্রামের কয়েকজন ব্রজবাসী বলিয়াছেন,—"চার গাঁও লালাকা, চার গাঁও লালীকা" এই কথা ব্রজে চিরন্তন প্রসিদ্ধ আছে। অর্থাৎ ব্রজভূমিতে শ্রীনন্দের লালা চারিটি গ্রামের মালিক এবং

১নং চিত্রে শ্রীনন্দগোকুল অথবা মহদ্বনের মানচিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে। ইহাতে শ্রীযমুনা, মথুরা যাইবার রাজপথ, নন্দভবন, তদীয় গোশালাসমূহের কয়েকটী ও গোপপল্লীর কতকাংশ দেখান হইয়াছে। নন্দগোকুলের আয়তন সম্বন্ধে শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থে দেখা যায় যে, উহা দৈর্ঘ্যে দুই প্রহরের পথ ও প্রস্থে এক প্রহরের পথ বিস্তৃত; অর্থাৎ লোকের সাধারণ গতি ঘণ্টায় ৩ মাইল ধরিলে গোকুলের দৈর্ঘ্য ১৮ মাইল ও প্রস্থ ৯ মাইল। বর্ত্তমান কলিকাতা নগরীর আয়তনের চতুর্গুণ।

নন্দালয়ের মধ্যস্থলে বড় প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণের দক্ষিণ দিকে শ্রীনন্দ মহারাজের বাসগৃহ ও মা যশোদা ও লালার দুইখানি গৃহ। এই সকল গৃহের দক্ষিণ খোলা, বাহিরের দিকে ও ভিতরের দিকে বারাণ্ডা। প্রাঙ্গণের উত্তর দিকের গৃহে মা রোহিণী তাঁহার লালাসহ বাস করেন। নন্দগ্রামের নন্দভবনের বর্ণনায় 'শ্রীশ্রীব্রজরীতিচিন্তামণি' গ্রন্থে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে মা রোহিণীর ও তাঁহার লালার বাসগৃহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ সংস্থানই স্বাভাবিক ও সিদ্ধান্তসম্মত সন্দেহ নাই। শ্রীরোহিণী দেবী পরগৃহে বাস করিতেছিলেন, সুতরাং গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনীর মধ্যস্থলে না থাকিয়া এক প্রান্তে থাকাই তাঁহার পক্ষে সমীচীন।

প্রাঙ্গণের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে পাকশালার প্রাঙ্গণ বিদ্যমান।

শ্রীশ্রীব্রজরীতিচিন্তামণি গ্রন্থে নন্দগ্রামের নন্দভবনে এই কোণেই পাকশালা বর্ণিত হইয়াছেন।

প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অপর একটী ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে শ্রীনারায়ণ-মন্দির দেখান হইয়াছে। এই মন্দিরের পার্শ্বে ভোগগৃহ ও অঙ্গনে তুলসী ও পুষ্পোদ্যান। এ স্থলে শ্রীমন্দির থাকা যুক্তিসঙ্গত। প্রথমতঃ এই খণ্ডের দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিক উন্মুক্ত, সুতরাং এই প্রাঙ্গণটী পুরের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থানে অবস্থিত। দ্বিতীয়তঃ ইহার স্থান ও প্রবেশদ্বার প্রভৃতি এরূপ ভাবে স্থিত যে, বহির্ব্বাটী ও ভিতরবাটী হইতে এ স্থানে সহজে যাতায়াত করা যায়। বস্তুতঃ লীলাপ্রসঙ্গে বর্ণিত হইবে যে. শ্রীগর্গমুনি বহির্ব্বাটী হইতে ভিতর বাটীতে প্রবেশ না করিয়াই শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং সেই স্থানে নন্দ মহারাজের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। আবার শ্রীনারায়ণের নিত্য সেবা উপলক্ষে ভিতর বাটী হইতে মায়েরা এই খণ্ডে যাতায়াত, ভোগাদি সরবরাহ ও পূজার আয়োজন করিতেন। শ্রীশ্রীব্রজরীতিচিন্তামণি গ্রন্থে নন্দগ্রামে নন্দভবনের বর্ণনাতেও প্রধান প্রাঙ্গণের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে শ্রীনারায়ণের প্রাঙ্গণ বর্ণিত আছেন।

প্রাঙ্গণের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে খণ্ড-প্রাঙ্গণে নন্দ মহারাজের ভ্রাতা শ্রীমান্ নন্দন গোপ বাস করিতেন। ইনি নন্দ মহারাজের সঙ্গে এক বাড়ীতেই বাস করিতেন ও একান্নভুক্ত ছিলেন। নন্দ মহারাজের অন্যান্য ভ্রাতাগণ ভিন্ন ভিন্ন আবাসে

বাস করিতেন ও তাঁহারা নন্দ মহারাজের পরিবারভুক্ত অথবা তাঁহার সঙ্গে একান্নভুক্ত ছিলেন না। শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

"তদ্দিনে তাংস্তু সর্ব্বান্ স নিমন্ত্র্য স্বগৃহেশ্বরীম্
তেষাং ভোজনসিদ্ধার্থং বটুদ্বারা সমাদিশৎ ॥"

গোঃ লীলামৃত ২০।৪১

অর্থাৎ নন্দরাজ উপনন্দাদি ভ্রাতৃগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হয় যে, উক্ত ভ্রাতৃগণ পৃথক্ গৃহে পৃথগ্গ্রামে বাস করিতেন। শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থে উক্ত আছে যে, দামবন্ধন লীলার দিনে রোহিণী দেবীর অনুপস্থিতির হেতু এই যে, তিনি উপনন্দ মহারাজের গৃহে গমন করিয়াছিলেন। আবার শ্রীনন্দন মহারাজ যে নন্দভবনে বাস করিতেন তাহার উল্লেখ শ্রীরূপগোস্বামীপাদ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশ-দীপিকা গ্রন্থে করিয়া গিয়াছেন, যথা ঃ—

নন্দনঃ শিতিকণ্ঠাভশ্চন্দ্রাভ কুসুমাম্বরঃ।
অপৃথগ্ বসতি পিত্রা তরুণ প্রণয়ী হরৌ ॥

৩৬-৩৭ শ্লোক

প্রাঙ্গণের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে একটি খণ্ড-প্রাঙ্গণ দেখান হইয়াছে। ইহাতে পদ্মগন্ধা গাভীগণের থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, মা যশোমতী নয়টি দুগ্ধবতী পদ্মগন্ধা

গাভী নিজ গৃহে রাখিতেন। ইহাদের সুগন্ধযুক্ত দুগ্ধ দ্বারা লালার খাদ্যাদি সযত্নে প্রস্তুত করিতেন।

নন্দভবনের উত্তর-পশ্চিম কোণে কিয়দ্দূরে অবস্থিত নন্দ মহারাজের সাধারণ গোশালা সকল দেখান হইয়াছে। মহাজন পদাবলীতে নন্দ মহারাজের নবলক্ষ ধেনুর কথা শোনা যায়। ধেনুর সংখ্যা কোনও শাস্ত্রে অথবা মহাপুরাণে উল্লিখিত আছে কিনা তাহা আমি অবগত নহি। তবে গোপরাজের বহুসংখ্যক ধেনু ছিল ইহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

অতঃপর শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত লীলার সঙ্গে এই চিত্রের সামঞ্জস্য কতটা রক্ষা করা যায়, তদ্বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র কংস কারাগারে আবির্ভূত হইলেন ও প্রাকৃত শিশুরূপে নিজে পরিণত হইলেন। শ্রীবসুদেব মহাশয় এই সদ্যঃপ্রসূত শিশু নিজ বক্ষের নিম্নে ধারণ করিয়া অতি সন্তর্পণে গভীর নিশীথে মথুরা হইতে রওয়ানা হইয়া গোকুলাভিমুখে চলিলেন। মথুরা হইতে যমুনার দক্ষিণ তীর ধরিয়া প্রায় ৪ ক্রোশ রাস্তা অতিক্রম করিয়া নন্দগোকুলের প্রায় ১ ক্রোশ উত্তরে গোকুলের অপর পারে ক্ষণেক বিশ্রাম করিলেন। অন্ধকার রাত্রি, মধ্যে মধ্যে ঝড়বৃষ্টি প্রবল বেগে হইতেছিল, নন্দগোকুল অপর পারে অবস্থিত। শ্রীযমুনা, তৎকালে আরও প্রশস্ত নদী ছিলেন। বসুদেব দেখিলেন, 'নন্দগোকুল দেখা যায় না। সম্মুখে নদী গর্জ্জন করিতেছে, বুকে প্রাণধন

গোবিন্দ। এই ধন রক্ষা করিবার উপযুক্ত স্থান দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। ব্রজবাসীরা বলিয়াছেন যে, এ পারে দাঁড়াইয়া অতি উচ্চ ও মর্ম্মভেদী স্বরে অপর পারের কোনও অনির্দ্দিষ্ট লোকালয় লক্ষ্য করিয়া বসুদেব চীৎকার করিয়াছিলেন—"কোই লাও" অর্থাৎ কেহ ইহাকে গ্রহণ কর। দৈব বিড়ম্বনায় আমার বুকভরা অমূল্য নিধি এই বালকটীকে আমি আশ্রয় দিতে অথবা রক্ষা করিতে পারিলাম না। আর অধিককাল এই ঝড় বৃষ্টিতে নিরাশ্রয়ে ও উম্মুক্ত ভাবে থাকিলে এ ধন জন্মের মত হারাইব; তাই বলি কে আছ ইহাকে লইয়া যাও, আশ্রয় দাও, রক্ষা কর, বাঁচাও; আমার বুক বিদীর্ণ হয় হউক, তথাপি এ নিধি তোমরা রক্ষা কর। আমি শূন্য বুক লইয়া কারাগারে ফিরিয়া যাইব। অবশ্য এ ধ্বনি পরপারে পৌঁছিবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। যে স্থানে দাঁড়াইয়া বসুদেব মহাশয় এই "কোই লাও" বলিয়াছিলেন তাহার অপর পারে নন্দগোকুলের প্রায় ১ ক্রোশ পশ্চিমে আজও 'কইলা' নামক গ্রাম উক্ত ঘটনার সাক্ষ্য দিতেছে। চিত্রে এই স্থান দেখান হইয়াছে। দক্ষিণ পারে লোকালয় ছিল না, উত্তর পারেরও কোনও সাড়া না পাইয়া তিনি আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলেন এবং (১) চিহ্নিত স্থানে উপস্থিত হওয়া মাত্রই লীলাশক্তির প্রভাবে কয়েক মুহূর্ত্তব্যাপী বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইল। সেই বিদ্যুতালোকে বসুদেব মহাশয় স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে, তিনি নন্দগোকুলের ঠিক অপর পারে উপস্থিত এবং সোজা নদী পার হইতে

পারিলেই তিনি গন্তব্য স্থানে পঁহুছিতে পারেন এবং এই শিশুকে উপযুক্ত স্থানে রক্ষা করিতে পারেন। এখন প্রশ্ন উঠিল যে, এই ভীষণ নদী এইরূপ অবস্থায় পার হওয়া যায় কিরূপে। পুরাণান্তরে উল্লেখ আছে যে, তাঁহার পথপ্রদর্শকভাবে একটী শৃগাল অনায়াসে নদী পার হইয়া গিয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবত এ কথার উল্লেখ করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত এই মাত্র বলিয়াছেন

"ভয়ানকাবর্ত্ত শতাকুলা নদী
মার্গং দদৌ সিন্ধুরিব শ্রিয়ঃপতেঃ।"

ভাঃ ১০।৩।৪০

—এই রাস্তা চিত্রে (১) (২) চিহ্নিত হইয়াছে ও বিন্দুরেখা দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছে। নদী পার হইয়া (২) (৩) (৪) চিহ্নিত পথে যখন নন্দভবনের প্রান্তে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন, সমস্ত গোপগণ গভীর নিদ্রায় অভিভূত। তাঁহার কার্য্য সম্যক্ গোপনে সমাধান করিবার উপযুক্ত অবসর দেখিয়া তিনি শিশুটাকে বুকে লইয়া (৪), (৫) (ক) পথে সূতিকা-গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং মা যশোদার শয্যায় বালককে স্থাপন করিয়া তত্রস্থা সদ্যঃপ্রসূতা বালিকা লইয়া পুনরায় ঐ পথে মথুরায় ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্ববৎ কারাগারে প্রবেশ করিলেন।

"নন্দব্রজং সৌরীরুপেত্য তত্র তান্
গোপান্ প্রসুপ্তান্ উপলভ্য নিদ্রয়া।
সুতং যশোদা শয়নে নিধায় তং
সুতাং সমাদায় পুনর্গৃহানিগাৎ॥"

ভাঃ ১০।৩।৪১

'ক' চিহ্নিত ঘরটী সূতিকাগার হওয়া সুসঙ্গত মনে হয়। কারণ প্রথমতঃ ঐ ঘরখানির দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিক্ উম্মুক্ত, সুতরাং বায়ু ও রৌদ্র যথেষ্ট পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ বাসগৃহ ও পাকশালা নিকটবর্ত্তী হওয়াতে সূতিকাগারে আবদ্ধ থাকা কালেও মা বৃহৎ সংসারের গৃহিণীর উপযুক্ত পর্য্যবেক্ষণ ও আদেশ উপদেশাদি দিতে পারেন।

পুতনা-মোক্ষণ লীলা

অতঃপর পুতনা-মোক্ষণ লীলার স্থান নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করা যাউক। পুতনা নিশাচরী শূন্যপথে নন্দগোকুলে প্রবেশ করিয়াছিল—

"সাখেচর্য্যে কদোৎপত্য পুতনা নন্দগোকুলং,
যোষিত্বা মায়য়াত্মানং প্রাবিশৎ কামচারিণী।"

ভাঃ ১০।৬।৩

পুতনা রাত্রিকালে গোকুলে প্রবেশ করে। শ্রীচক্রবর্ত্তীপাদ তদীয় ব্যাখ্যায় ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ গভীর রাত্রে প্রবেশ দ্বারা তাঁহার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ তখন সকলেই নিদ্রিত থাকিবে। সুতরাং রাত্রির প্রথম প্রহরেই গোকুল-প্রবেশ যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। এমন সময়ে নন্দভবনে প্রবেশ করিতে স্ত্রীরূপী রাক্ষসীর পক্ষে বহির্বাটীর

মধ্যস্থ সদর রাস্তা দিয়া প্রবেশ সুসঙ্গত নহে। সুতরাং গোপপল্লীর অন্তর্গত গ্রাম্য পথ দিয়াই সে নন্দালয়ে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই পথ চিত্রে (৬) (৭) (৮) (৯) চিহ্নিত হইয়াছে ও বিন্দুরেখা দ্বারা অঙ্কিত করা হইয়াছে। (৯) বিন্দুতে আসিয়া নিশাচরী সূতিকা-গৃহে প্রবেশ করে ও মায়াময় মূর্ত্তি ও বাক্যে তথাকার সকলকে মোহিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিজ কোলে গ্রহণ করে। তৎপর ৬ দিনের বালক শ্রীমান্ যখন চক্ষু মুদিয়া তদ্দণ্ড স্তন্য শোষণ আরম্ভ করেন তখন পুতনার প্রাণান্ত উপস্থিত। "ওরে ছাড় ছাড়"—

"সা মুঞ্চ মুঞ্চালমিতি প্রভাষিণী।"

ভাঃ ১০।৬।১০

এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে নিজ স্তন হইতে শিশুর মুখ বিচ্ছিন্ন করিতে অসমর্থা হইয়া মর্ম্মান্তিক যাতনায় ঘরের বাহিরে দৌড়াইয়া আসিয়া পড়ে এবং মুক্ত আকাশের নিম্নে তৎক্ষণাৎ নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া উড়িয়া পলাইতে চেষ্টা করে। 'রাক্ষসী' গতচেতনা হইয়া 'প' চিহ্নিত স্থানে বিকট গর্জ্জনসহ পতিত হয়।

"নিশাচরীত্থং ব্যথিতস্তনা ব্যসুর্ব্যাদায় কেশাংশ্চরণৌ ভুজাবপি
প্রসার্য্য গোষ্ঠে নিজরূপমাস্থিতা, বজ্রাহতো বৃত্র ইবা পতন্নৃপ।"

ভাঃ ১০।৬।১২

যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, পুতনাপতনের স্থান 'প' চিহ্নিত স্থানে নির্দ্দেশ করা হইল কেন? তদুত্তরে নিম্নলিখিত হেতু কয়টা সবিনয়ে নির্দ্দেশ করিতেছি ঃ—

১। পুতনা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মর্ম্মস্থলে আক্রান্তা হইয়া মৃত্যু-যাতনায় পলায়ন করিয়াছিল। এমতাবস্থায় নন্দালয় হইতে অনেক দূরে যাইতে সে সমর্থা হয় নাই অথচ নন্দালয় অতিক্রম করিয়াই পতিত হইয়াছিল।

২। সে 'গোষ্ঠে' পড়িয়াছিল। চিত্রে নন্দালয়ের পশ্চিম ও উত্তর অংশে গোষ্ঠ দেখান হইয়াছে।

৩। শ্রীগোপালচম্পূতে সিদ্ধান্ত হইয়াছেন যে, তাহার বিরাট দেহ পতনে কোনও লোক অথবা কাহারও ঘরবাড়ী বিনষ্ট হয় নাই। কেবলমাত্র বৃক্ষাদি ধ্বংস ও ভগ্ন হইয়াছিল। সুতরাং গোপপল্লীর দিকে অর্থাৎ নন্দালয়ের পূর্ব্বদিকে গতি না হইয়া পশ্চিমদিকে গতি ও পতনই সম্ভবপর।

৪। তাহার মৃত দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া দূরে লইয়া গিয়া ব্রজবাসিগণ দাহ করিয়াছিলেন। এই "দূরে ক্ষিপ্তা" পদে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, দেহপতন লোকালয়ের অনতিদূরেই হইয়াছিল। নতুবা এত বড় দেহ এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া দূরে লইয়া যাইবার কি প্রয়োজন ছিল, পতনস্থানেই ত দাহ করা যাইত। বিশেষতঃ ব্রজবাসিগণের পুতনার দেহখণ্ডসমূহের দূরে বহনক্লেশ প্রাণে সহ্য হয় না।

৫। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

তাবন্নন্দাদয়ো গোপাঃ মথুরায়াঃ ব্রজং গতাঃ।
বিলোক্য পুতনাদেহং বভূবুরতিবিস্মিতাঃ॥"

ভাঃ ১০।৬।২৩

এই শ্লোক হইতে এইরূপ ধারণা জন্মে যে, গো-শকটারোহণে রাজকর দান করিয়া মথুরা হইতে ফিরিবার সময় নন্দ মহারাজ ও তদীয় অনুচরগণ গোপপল্লীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই পথ হইতে পুতনাদেহ অবলোকন করিয়াছিলেন। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পথ হইতে অনতিদূরে দেহপতনস্থান নির্দ্দেশ করা হইল।

এই প্রসঙ্গে একটী সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, নন্দ মহারাজ রাজকর দিবার নিমিত্ত গোশকটসহ মথুরা নগরীতে গিয়াছিলেন এবং শ্রীগোপাল চম্পূর বর্ণনা মত তিনি গো-শকট সকল মথুরার উপবনে রক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং গো-শকট যমুনা নদীতে পার করার ব্যবস্থা ছিল বলিতে হইবে। তাহাই যদি হইল, তবে শ্রীবসুদেব মহাশয় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের রজনীতে সেই পথে যমুনা পার না হইয়া পদব্রজে এত গভীর নদী পার হইতে হইবে এই আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও অপর পথে গিয়াছিলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে আমার অনুমান হয় যে, শ্রীযমুনাতে শকটাদিসহ পার হইবার জন্য রাজধানীর সংলগ্ন নৌ-সেতু অর্থাৎ নৌকা-নির্ম্মিত ভাসমান পুল ছিল অথবা গাড়ী পার করার মত বৃহৎ নৌকা স্থাপিত ছিল। কিন্তু এই সেতু অথবা পারঘাটা রাজধানীর সংলগ্ন ও সেখানে রাজপ্রহরী এবং বহু লোক যাতায়াতের সম্ভাবনা বিধায় সেই পথে গেলে লোকচক্ষে ধরা পড়িবেন এই ভয়ে, এবং অপর পারে লোকালয় অতি বিরল ও রাস্তা নির্জ্জন এই ভরসায় তিনি

অপর পার দিয়াই গমন করিয়াছিলেন। পদব্রজে নদী পার হওয়ার আশঙ্কা তাঁহার তত বলবতী হয় নাই, যেহেতু তিনি তখন শিশুরক্ষার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। বিশেষতঃ কারাগৃহে শিশুর অলৌকিক আবির্ভাব, তৎকর্ত্তৃক 'নয়মাং নন্দগোকুলং' এই আদেশ, অবশেষে 'কৃষ্ণবাহ' হইয়া কারাগৃহ হইতে বাহির হইবার সময় ঐ শিশুর প্রভাবে বৃহৎ লৌহ কবাটাদি স্বতঃ উন্মুক্ত হওয়া, এবং অসম্ভাবিতরূপে দৈত্য প্রহরী সকলের হঠাৎ ধ্বনি বন্ধ করিয়া গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হওয়া এই সকল অলৌকিক ঘটনা তিনি ইতঃপূর্ব্বেই স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। সুতরাং 'কৃষ্ণবাহ' হইয়া গেলে যে কোনও লৌকিক অথবা অলৌকিক উপায়েই হউক তিনি সেতু ও নৌকাবিহীন স্থানে শ্রীযমুনা পার হইতে পারিবেন এই আশা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী ছিল।

শকট-ভঞ্জন লীলা

অতঃপর শকট-ভঞ্জন লীলাতে প্রবিষ্ট হওয়া যাইতেছে। লালা তিন মাস বয়স অতিক্রম করিয়াছে। একদিন তাহার জন্ম-নক্ষত্র যোগ উপস্থিত। ঐ দিনই ঘটনাক্রমে নন্দলালা পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইল। লালার এই শক্তিলাভ মা যশোদার ও সমস্ত ব্রজবাসীর এক মহোৎসবের হেতু হইল এবং

নন্দালয়ে মা উৎসবের আয়োজন করিলেন। বাড়ীতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ, ব্রজবাসিগণ, ব্রজমাইগণ প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত। তাঁহাদের কলরব, মাইদের হুলুধ্বনি ইত্যাদিতে প্রধান গৃহ সকল মুখরিত। এমতাবস্থায় লালার নিদ্রাবেশ দেখা গেল। উহাকে কোনও গৃহমধ্যে শয়ন করাইলে গোলমালে অনতিবিলম্বে নিদ্রাভঙ্গ হইবে ও তাহা হইলে মায়ের উৎসব-তত্ত্বাবধানে ব্যাঘাত ঘটিবে এই আশঙ্কায় ঘরে না শোয়াইয়া প্রাঙ্গণের উত্তর প্রান্তে যে একটা সুবৃহৎ শকট অবস্থিত ছিল, সেই শকটের নিম্নে সুসজ্জিত চতুর্দ্দোলায় মা উহাকে শয়ন করাইলেন এবং নিজে এদিকে আসিয়া উৎসব কার্য্যে ব্যস্ত হইলেন। এই অবস্থাতেই শকটাসুরের আবির্ভাব ও শকট-ভঞ্জন লীলা। এখন প্রশ্ন এই যে, শকটস্থান 'জ' চিহ্নিত স্থানে নির্দ্দেশ করা হইল কেন? ইহার উত্তরে আমার নিবেদন এই যে, নন্দমহারাজ জাতিতে ও ব্যবসায়ে গোপ ছিলেন। তাঁহার নিজের অংসখ্য গাভী-জাত দুগ্ধ হইতে, নবনীত, ঘৃত, দধি ইত্যাদি ঘরে প্রস্তুত করিয়া প্রাঙ্গণের পশ্চিম পার্শ্বস্থ নবনীত-গৃহ সকলে সংগৃহীত অর্থাৎ মজুত করা হইত। পরে গো-শকট (৬) (৭) (৮) চিহ্নিত পথে প্রাঙ্গণের মধ্যে আনিয়া 'জ' চিহ্নিত স্থানে রাখিয়া নবনীত গৃহ হইতে ঘৃতাদিপূর্ণ তাম্র, কাংসাদি পাত্র উক্ত শকটে বোঝাই করা হইত। শকট দূরে অথবা বাড়ীর বাহিরে থাকিলে এই সকল পূর্ণভাণ্ড গৃহ হইতে দূরে বহন করিবার ব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। এই ব্যয় ও ক্লেশ সংক্ষেপ

করিবার নিমিত্ত শকট প্রাঙ্গন মধ্যে আনা হইত। বোঝাই হইলে শকট রাস্তায় বাহির হইয়া রাজধানী অভিমুখে বিক্রয়ার্থ গমন করিত অর্থাৎ মাল চালান দেওয়া হইত। * এমতাবস্থায় 'জ' চিহ্নিত স্থানেই শকটের অবস্থিতি যুক্তিযুক্ত মনে হয়। শিশু লালার পদাঘাতে শকট উল্টাইয়া গিয়া তদুপরিস্থিত ঘৃতাদির পাত্র ভগ্ন ও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতই বলিয়াছেন—

অধঃ শয়ানস্য শিশোরনল্পক
প্রবাল মৃদ্বঙ্ঘ্রি হতং ব্যবর্ত্তত।
বিধ্বস্ত নানা রসকুপ্যভাজনং
ব্যত্যস্ত চক্রাক্ষ বিভিন্ন কূবরং॥"

ভা· ১০।৭।৭

তৃণাবর্ত্ত-বধ লীলা

ইহার পর তৃণাবর্ত্ত-বধ লীলাটা আলোচনা করা যাইতেছে। মা যে স্থানে বসিয়া গোপালকে ক্রোড়ে লইয়া স্তন্য দিতেছিলেন সেই স্থানটী 'ঠ' চিহ্নিত করা গিয়াছে। শয়ন-গৃহের দারাণ্ডায় এই স্থান হওয়াই স্বাভাবিক। গৃহমধ্যে কল্পিত

* এ স্থলে ব্যাখ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ বলিয়াছেন
"বৃহৎ প্রাঙ্গনৈক দেশস্থস্য শকটস্যাধঃবস্থিতে পল্যঙ্কে।"

হইলে বাত্যায় উড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা অল্প। এই 'ঠ' চিহ্নিত স্থানেই

"ভূমৌ নিধায় তং গোপী বিস্মিতা ভার-পীড়িতা।"

ভাঃ ১০।৭।১৮

অতঃপর তৃণাবর্ত্ত-পতন স্থান। ইহা চিত্রে 'শ' চিহ্নিত করা হইয়াছে। তৃণাবর্ত্ত গোপপল্লীর বাহিরে পতিত হইয়াছিল তাই ঐ স্থান-নির্দ্দেশ। অন্য কোথায়ও হইতে পারিত না ইহা বলা যায় না। তবে পতনস্থানে প্রস্তর খণ্ডাদি ছিল, যথা—

"তমন্তরীক্ষাৎ পতিতং শিলায়াং
বিশীর্ণসর্ব্বাবয়বং করালং।"

ভাঃ ১০।৭।২৪

ইহার পরবর্ত্তী বিশ্বদর্শন লীলার স্থান বাড়ীর যে কোনও ঘর অথবা বারাণ্ডায় হওয়া সম্ভব। কিন্তু 'ঠ' চিহ্নিত স্থানটীই আমার মানসপটের সম্মুখে উপস্থিত হয়।

"একদার্ভকমাদায় স্বাঙ্কমারোপ্য ভামিনী
প্রস্নুতং পায়য়ামাস স্তনং স্নেহপরিপ্লুতা।"

ভাঃ ১০।৭।২৮

নামকরণ লীলা

শ্রীমান্ নন্দদুলাল ও শ্রীবলদেবচন্দ্র তিন মাস বয়স অতিক্রম করিয়াছেন। এই সময়ে এক দিবস মথুরাবাসী যাদবগণের পুরোহিত মহাতপা শ্রীল গর্গাচার্য্য শ্রীবসুদেব মহাশয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া নন্দব্রজে গমন করিলেন।

'গর্গ পুরোহিতো রাজন্ যদূনাং সুমহাতপাঃ
ব্রজং জগাম নন্দস্য বসুদেব প্রচোদিতঃ ॥'

ভাঃ ১০।৮।১

গর্গাচার্য্য মহাশয় প্রত্যূষে মথুরা হইতে রওয়ানা হইয়া বেলা প্রায় দেড় প্রহর কালে নন্দগোকুলে প্রবেশ করিলেন। ১ম চিত্রে মথুরার পথ দেখান হইয়াছে। এই পথে আসিয়া (৪) চিহ্নিত স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং তত্রত্য ভৃত্যাদির নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তৎকালে নন্দমহারাজ প্রাতর্গোদোহনাদি কার্য্য স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শ্রীনারায়ণ মন্দিরে আহ্নিক ও নারায়ণ আরাধনা করিতেছেন। আচার্য্য বরাবর ঠাকুর-খণ্ডে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে নন্দ মহারাজের আহ্নিক পূজা শেষ হওয়াতে তিনি নারায়ণ মন্দির হইতে বাহির হইয়াই সম্মুখে আচার্য্যকে দর্শন করিলেন, প্রাতঃস্নাত পবিত্র-বস্ত্র-পরিহিত মহারাজ যথাযোগ্য সম্মান

প্রদর্শনপূর্ব্বক আচার্য্যের পাদপ্রক্ষালণাদি করাইয়া শ্রীনারায়ণ মন্দিরের বারাণ্ডায় তাঁহাকে আসন দিয়া বসাইলেন। এই স্থানটী চিত্রে (ড) চিহ্নিত করা হইয়াছে। কিয়ৎকাল কথোপকথনের পর যখন স্থির হইল যে, গোপনে বালক দুইটীর দ্বিজাতি সংস্কার ও নামকরণ করা কর্ত্তব্য, তখন নন্দ মহারাজ বাড়ীর পশ্চিমে অবস্থিত একটী পরিষ্কার গোগৃহে (ন) চিহ্নিত স্থানে দ্রব্যাদি আয়োজন করাইলেন। এই স্থানে বসিয়া শ্রীমানদ্বয়ের নামকরণ সম্পন্ন হইল। তাই শত নামে উল্লেখ আছে—

'কৃষ্ণ চন্দ্র নাম রাখেন গর্গমুনি ধ্যানেতে জানিয়া'

আহা! সেই দিনের লীলাটী একটীবার মানসপটে উদয় হইবে কি? গরুর গোয়ালের এক কোণে মায়েদের কোলে দুই লালা, অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্। তাঁদের নামকরণ গোয়ালা বাড়ীর গোয়াল ঘরে! সসাগরা পৃথিবীতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে, ভূ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যাদিলোকে আর কি কোথায়ও একটু পবিত্র স্থান ছিল না, যেখানে এই পতিত-পাবন জগদুদ্ধারণ 'কৃষ্ণ' নামের জন্ম হইতে পারিত। হেলায় শ্রদ্ধায় একবার মাত্র উচ্চারিত হইলে যে নাম "নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণ নামঃ", তাঁহার জন্মস্থান কিনা মর্ত্ত্য গোয়ালার গোয়াল ঘরে? দেবকুল, দানবকুল, গন্ধর্ব্বকুল, ঋষিকুল, এমন কি ব্রাহ্মণকুলে কাহারও গৃহে কি এতটুকু স্থান পাওয়া যায় নাই, সূর্য্য চন্দ্রাদি মণ্ডলেও কি এতটুকু ভূমি ছিল না যেখানে

এই ক্ষুদ্রকায় 'নরদারক' দুইটির নামকরণ হইতে পারিত! বলিহারি যাই তোমার প্রেম বশ্যতা! আর কি হইল—গোপনে গুপ্ত স্থানে এই নামের আবির্ভাব হইল!

"অলক্ষিতোঽস্মিন রহসি মামকৈরপি গোব্রজে"

ভাঃ ১০।৮।৭

ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নররূপী ভগবানের একটু দৈহিক সামর্থ্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি হামাগুড়ি দিতে শিখিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন—

'জানুভ্যাং সহ পাণিভ্যাং রিঙ্গমানৌ বিজহ্রতুঃ'

ভাঃ ১০।৮।১৫

তুমি না সর্ব্বশক্তিমান্? তোমার না ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মহাবিরাট রূপ? তুমি না অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলে? তুমি না মাকে নিজ মুখগহ্বরে দুইবার ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়াছ? তুমি নাকি নিশ্বাসে প্রলয় করিয়া থাক? আর সাড়েতিন হাত পরিমিত গোপবালক রূপেও তুমি না অত বড় গোবর্দ্ধন পর্ব্বত সাত-দিন ধারণ করিয়াছিলে? আর সেই তুমি আজ বড় হইয়া হামাগুড়ি দিতে শিখিয়াছ! তাই ঋষি উল্লাসপূর্ণ হৃদয়ে আমাদিগকে "রিঙ্গমানৌ বিজহ্রতু" শুনাইতেছেন।

মৃদ্ভক্ষণ লীলা

শ্রীনন্দগোকুলের চিত্রে শ্রীযমুনার কূলে বর্ত্তমান ব্রহ্মাণ্ড-ঘাট স্থানটি চিহ্নিত করা হইয়াছে। এখানে প্রস্তর নির্ম্মিত সুবৃহৎ ঘাট অদ্যাপি বর্ত্তমান, এবং যাত্রিগণ এখানে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। স্থানীয় ব্রজবাসিগণ এই স্থানটীকে মৃদ্ভক্ষণস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং এই স্থানেই মাখনমাটী এখনও পাওয়া যায় বলিয়া শুনিয়াছি। নিজে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ নাই। লালাদের বয়স এখনও তিন বৎসর হয় নাই। এত অল্প বয়সে গোপবালকদের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে একেবারে বিপজ্জনক নদীকূলে আসিবে, তাহাতে মা খুব সম্ভবতঃ বাধা দিতেন। তাই মৃদ্ভক্ষণলীলার স্থান শ্রীযমুনার অত সন্নিকটে নির্দ্দেশ করিতে প্রাণে আশঙ্কা হইতেছে—মন সরিতেছে না। আবার শ্রীগোপাল চম্পূ গ্রন্থে যেরূপ আভাস পাওয়া যায় এবং প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয়দের ভাগবত পাঠে যাহা শুনিয়াছি সেই সকল বর্ণনার অনুরূপ স্থান, নন্দালয়ের পূর্ব্বদিকে গোপপল্লীতে প্রবেশ করিবার পথে (৬) চিহ্নিত স্থানেই সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। নদীর কূলে ভূমিতে ধূলিরাশি কল্পনা করা অপেক্ষা গোযানাদির যাতায়াত পথে উহার কল্পনা করাই সুসঙ্গত। গোপবালকদের মধ্যে অনেকে নন্দলালার অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, আত্মরক্ষায় অধিকতর পটু ও বলিষ্ঠ ছিল।

ইহারা সাধারণতঃ দলবদ্ধ হইয়া (৬) (৭) (৮) চিহ্নিত পথে নন্দালয়ে প্রবেশ করিত এবং শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর বাহিরে আসিয়া গোপপল্লীতে প্রবেশ, ননীচুরি, রাস্তায় ধূলিখেলা ইত্যাদি করিত। (৬) চিহ্নিত স্থানে সখাগণ সঙ্গে ধূলি দ্বারা খেলার ঘর নির্ম্মিত হইল। একে অন্যের ঘর ভাঙ্গিয়া দেওয়াতে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইল। এই স্থানেই বালকরূপী ভগবান মৃদ্ভক্ষণ করিলেন। কানাইকে মৃদ্ভক্ষণ করিতে দেখিয়া তাহার সপক্ষগণ অসুখের আশঙ্কায়, আর বিপক্ষগণ তাহাকে শাস্তি দেওয়াইবার অভিপ্রায়ে মায়ের নিকট অভিযোগ করিতে নন্দালয়ে ধাবমান হইল। উহাদিগকে গৃহাভিমুখে দৌড়িয়া যাইতে দেখিয়া শ্রীমান্ লালাও উহাদের অনুসরণ করিলেন। মা গৃহকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। মা বালকদের মুখে এ সংবাদ শুনিয়াই সশঙ্কচিত্তে গৃহের বাহির হইয়া ব্যাপার কি দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। (৬) ও (৭) চিহ্নিত স্থানের মধ্যবর্ত্তী স্থানে তিনি লালাকে ধরিয়া ফেলিলেন। এই স্থানেই শ্রীমানের মুখাভ্যন্তর পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্তা হইয়া মুখগহ্বরে বিশ্বদর্শন করিলেন। "সা তত্র দদৃশে বিশ্বম্"।

দাম-বন্ধন লীলা

অতঃপর শ্রীদাম-বন্ধন লীলাতে প্রবেশ করা যাইতেছে। জানি না, ভাগ্যবান্ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট মহাত্মাগণ শ্রীমদ্ভাগবতের

কোন্ অংশে শ্রেষ্ঠ আস্বাদন লাভ করিয়া থাকেন! কোন্ লীলায় তাঁহাদের প্রাণ গলে? আমি শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত অধ্যয়ন করি নাই, অথবা কাহারও মুখে শুনিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। মধুর রসের লীলা যাহা পড়িয়াছি অথবা শুনিয়াছি, তাহাতে প্রায়শঃই প্রবেশ করিতে পারি নাই; আস্বাদন ত দূরের কথা! কিন্তু আমার মনে হয়, এই দাম-বন্ধন লীলাটা শ্রীভগবানের ভক্ত-বশ্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাই লীলাবর্ণনানন্তর শ্রীশুকদেব গোস্বামী লীলা-মুগ্ধচিত্তে পরমাবেশে উচ্চকণ্ঠে গান করিলেন ঃ—

"এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভক্তবশ্যতা
স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে"

ভাঃ ১০.৯।১৪

আরও বলিলেন

'নেমং বিরিঞ্চি ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ'

ভাঃ ১০।৯।১৫

অত বড় ভগবান্, ব্রহ্ম, সর্ব্বব্যাপী বিরাট, বিভূচৈতন্য তত্ত্ব, আর জীব ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, অনু হইতেও অনু, মায়ায় অভিভূত, রোগশোকে জর্জ্জরিত ও ক্ষণভঙ্গুরদেহধারী? এই ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে অতবড় ভগবানকে ধরার কল্পনা বাতুলতা মাত্র,—আকাশ কুসুমবৎ। অথচ এই দামবন্ধন লীলা জীবকে—জগৎকে

স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়াছেন যে মোটেই উহা সেরূপ নহে। ভগবান্ অলভ্য নহেন, পরন্তু সুখলভ্য। তিনি ধরা দেন, তিনি বাঁধা দেন, তিনি নিজেকে ভুলিয়া যান, তিনি সর্ব্ব ভয়ের ভয় হইয়াও ক্ষুদ্র জীবের নিকট ভীত হন্। এই লীলাটী প্রকট না হইলে অধম জীব দাঁড়াইত কোথায়? মহাসাগরের তরঙ্গে পতিত হইয়া, ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার করিয়া কি অবলম্বন করিত? শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুর গাহিয়াছেন

"তরঙ্গিতে ইহ ভবসিন্ধু
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন তিল এক দেহ দীনবন্ধু"

এই লীলাটীর স্থান চিত্রে চিহ্নিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। জানি না ভক্তগণ স্থানসমূহ সিদ্ধান্ত-অনুমোদিত মনে করিবেন কি না।

কার্ত্তিক মাসের দিন। শেষরাত্রে ও প্রত্যূষে একটু শৈত্য অনুভূত হয়। নন্দালয়ের দাসীগণ অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্তা। তাই মা যশোদা নিজে লালার ভোজনের জন্য

"নির্ম্মমন্থ স্বয়ং দধি"

ভাঃ ১০।৯।১

যে স্থানে মা দধি মন্থন করিয়াছিলেন সেই স্থানটী চিত্রে 'ট' চিহ্নিত করা গিয়াছে। মা গোপালকে বুকে লইয়া যে গৃহে শয়ন করিতেন সেই গৃহের বারাণ্ডায় এই স্থান। মায়ের সুবৃহৎ পালঙ্ক 'র' চিহ্নিত স্থানে অবস্থিত ছিল। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে

দুইটী সুবৃহৎ গবাক্ষ। এই পালঙ্কে গোপালকে ঘুম পাড়াইয়া অতি প্রত্যুষে মা শয্যা ত্যাগ করিলেন ও বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া দধিমন্থন কার্য্যে প্রবৃত্তা হইলেন। মন্থন-ভাণ্ড লালার বিছানার অতিদূরে হইলে লালা জাগিয়া যদি ক্রন্দন করে তাহা হইলে শুনিতে পাওয়া যাইবে না আর অতি নিকটে হইলে মন্থন শব্দে লালার নিদ্রাভঙ্গ হইবে এবং চঞ্চল ও 'আব্দারে' লালা মাকে কাজটুকু শেষ করিতে দিবে না, এই সকল বিবেচনা করিয়া উক্তস্থানে মন্থন ভাণ্ড নির্দ্দেশ করা গিয়াছে। মন্থনকার্য্য শেষ না হইতেই লালার নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং নিদ্রাভঙ্গে মাকে শয্যায় দেখিতে পাইল না। কিন্তু মন্থন শব্দ ও মা যে গুন্ গুন্ রবে কৃষ্ণলীলা গান করিতেছিলেন তাহা শুনিতে পাইয়া লালা পালঙ্ক হইতে নামিয়া 'ম' চিহ্নিত দরজা দ্বারা বারাণ্ডায় আসিয়া অদূরে মাকে দেখিতে পাইল। মা পূর্ব্বমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া দধিমন্থন করিতেছিলেন। লালা তাঁহার অদৃশ্যভাবে পশ্চাৎ দিক্ হইতে আসিয়া মুখে কোনও শব্দ উচ্চারণ না করিয়া মন্থন দণ্ডটী ধরিয়া ফেলিল ও মাতার মন্থন-কার্য্য বন্ধ করিয়া দিল।

"গৃহীত্বা দধিমন্থানং ন্যষেধৎ প্রীতিমাবহন॥"

ভাঃ ১০।৯।২

কৃষ্ণের তখন একটু বুদ্ধি হইয়াছে। মা তাড়াতাড়ি গোপালকে কোলে লইয়া বসিয়া পড়িলেন ও গোপালকে স্তন্য

পান করাইতে লাগিলেন। তখন মা পশ্চিমমুখ হইয়া বসিয়াছেন। পাকশালা খণ্ডে অবস্থিত একটী গৃহের বারাণ্ডায় 'ল' চিহ্নিত স্থানে চুল্লীতে দুগ্ধ উত্তপ্ত হইতেছিল। দুগ্ধ অতিরিক্ত উথলিত হইয়া কয়েক বিন্দু অগ্নিতে পতিত হওয়াতে দগ্ধ-দুগ্ধের তীব্র গন্ধ নির্গত হওয়ায় মায়ের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। মা দেখিলেন, দুগ্ধভাণ্ড অবিলম্বে চুল্লী হইতে নামান প্রয়োজন, নতুবা সব দুধ নষ্ট হইয়া যাইবে। ফলে লালার ভোজনের নবনীত প্রভৃতি সেদিন প্রস্তুত হইবে না। তাই তিনি গোপালকে হঠাৎ ভূমিতে রাখিয়া সেই দিকে দ্রুত গমন করিলেন এবং চুল্লী হইতে ভাণ্ড নামাইয়া উপযুক্ত স্থানে রক্ষা করিবার নিমিত্ত উক্ত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মা চক্ষের অন্তরাল হওয়ার পর শ্রীমান্ নৈরাশ্যে, দুঃখে ও ক্রোধে অধীর হইয়া মন্থন-ভাণ্ড ভগ্ন করিল। শ্রীগোবিন্দের তখন মাত্র তিন বৎসর বয়স—নিতান্ত শিশু; তাহার অপরিপক্ক বুদ্ধিতে এতটা ধারণা হয় নাই যে, মন্থনভাণ্ডের নিম্নে ছিদ্র করিয়া দিলে কত বড় একটা কাণ্ড ঘটিয়া যাইবে। সমস্ত প্রশস্ত বারাণ্ডা যে শাদা ঘোলে ভাসিয়া যাইবে ও অতি বৃহৎ একটা অকার্য্য হইয়া যাইবে গোপাল তখন এতটা বুঝিতে পারে নাই। আহা! অবোধ অজ্ঞশিশু! তবে শ্রুতি বলেন কেন সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, অন্তর্যামী ইত্যাদি আরও বলেন

"বিজ্ঞাতার মরে কেন বিজানীয়াৎ।"

বুঝিতে পারিলাম না। গোপাল কিন্তু একেবারে

নির্ব্বোধ নয়। তোমরা দেখ এসে গো, আমার গোপাল ডাগর হইয়াছে, তাহার বুদ্ধি হইয়াছে। মন্থনভাণ্ডের উপরিভাগ স্থূল ও দৃঢ়। সেখানে প্রস্তর খণ্ড দ্বারা আঘাত করিলে হয়তো ভাণ্ড ভাঙ্গিবে না, নিজের চেষ্টা বিফল হইবে। আর আঘাতে উচ্চ শব্দ হইবে, মা শুনিতে পাইলে আসিয়া শাসন করিবেন। তাই ভাণ্ডের নিম্নভাগে পাতলা অংশে আস্তে আস্তে টুক্ করিয়া আঘাত করিয়াছে। ও মা! কি সর্ব্বনাশ! এ যে সমস্ত বারাণ্ডা ভাসিয়া গেল। এখন কি উপায় হবে? ব্যাপার এত গুরুতর হইবে আমরা তা' মনে করি নাই। আজ মায়ের হাতে নিষ্কৃতি নাই। এখন পালাই কোথা! যাই কোথা! তাই, তথা হইতে দৌড়াইয়া পশ্চিমের গৃহের অর্থাৎ ভাণ্ডার ও নবনীত গৃহের বারাণ্ডা দিয়া গোপাল দে ছুট্! এখন যদি কেহ শ্রীমানের চিত্তে তাপমান যন্ত্র বসাইত, তবে দেখিতে পাইত যে, নৈরাশ্য ক্রোধাদি ভাব বিদূরিত হইয়াছে; কেবলমাত্র ভয়— মায়ের শাসনের ভয় রহিয়াছে। ও আবার কি কথা! শ্রীমানের চিত্তে ভয়! শাস্ত্র না উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন—

"যদ্ভয়াৎ বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যাস্তপতি যদ্ভয়াৎ
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নিঃ মৃত্যুর্ধাবতি যদ্ভয়াৎ।"

সেই পাত্রের আবার ভয় কি! বলি পাগল ঋষি, তুমি আরও পাগল হইলে নাকি? ও কি বলিলে? হে দেবগণ! হে রাজর্ষিগণ! হে মহর্ষিগণ, হে দানবগণ! হে স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল-

বাসী জীবগণ! তোমরা দেখ এ'সে, তোমাদের অতবড় ভগবানকে প্রকাশ্য সভায় কতটুকু করা হইতেছে! কাঙ্গাল কিন্তু ইহার উত্তরে বলিবে, ওহে তা নয়, আমার ভগবানকে অতি বৃহৎ করাই হইয়াছে, তোমরা বুঝ নাই। বলিহারি যাই তোমার ভক্তবশ্যতার।

শ্রীকৃষ্ণ পলায়ন করিলেন। পলাইয়া যাবেন কোথায়? অত প্রত্যূষে বাড়ীর বাহিরে যাইতে সাহস হয় না—ভয় করে। আবার ভয়! অথচ যতদূরে সম্ভব পলাইতে হইবে, নতুবা মায়ের হাতে নিষ্কৃতি নাই। তাই পশ্চিম খণ্ডের সর্ব্বশেষ নবনীত গৃহে গিয়া লুকাইলেন। যদি ইহার পরে আরও গৃহ থাকিত, তবে সেখানেই যাইতেন। গোপাল ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়া দরজাটা ভেজাইয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত বোধ করিল কিন্তু এখানে আবার আর এক উৎপাত উপস্থিত। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, দেওয়ালে বহু শিকায় নবনীতপূর্ণ ভাণ্ড সকল রহিয়াছে। প্রাতঃকালের ক্ষুধা অতি প্রবল, মায়ের স্তন্য পেট ভরিয়া পান করিতে পারে নাই, আর চৌর্য্য-প্রকৃতি মজ্জাগত। বিশেষতঃ পশ্চিম দিকের জানালায় 'ম' চিহ্নিত স্থানে দেখিতে পাইল একটি বানর নবনীত ভাণ্ডের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিয়া আছে। আর গোপালকে পায় কে? তৎক্ষণাৎ শিকা হইতে নবনীত নামাইবার কল্পনা। কিন্তু হাতে যে নাগাল পাইনা। আমি যে ছোট; ওহে অর্জ্জুন-দৃষ্ট-বিশ্বরূপ, ওহে বিরাট পুরুষ, ওহে দ্বিপদে স্বর্গমর্ত্ত্য-আবরণ-কারিন্ বামন,

ওহে 'শশিসূর্য্যনেত্র', ওহে 'দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরংহি ব্যাপ্তকারিন্‌' তুমি ছোটই বটে! এস আমি তোমাকে কাঁধে তুলিয়া ধরি, তুমি শিকা নাগাল পাইবে।

তোমরা আমার দুধের বালক গোপালকে কিন্তু নিন্দা করিও না, চোর বলিয়া অপবাদ দিও না। আমার গোপাল এমন কি চুরি করিয়াছে? অনেকের ঘরের ছেলেই অমন একটু আধটু চুরি করিয়া থাকে। তবে তাহারা বালককালে নির্ব্বোধ থাকে, আর আমার গোপালের দেখ তিন বৎসর বয়সেই কত বুদ্ধি হইয়াছে। এমন গুরুতর চুরি কি করিল? অবশ্য বলিতে পার যে উহার জন্মই একটা বৃহৎ চুরি। কোথায় আবির্ভাব, আর কোথায় কার ঘরে আসিয়া পুত্রত্বের ষোল আনা অধিকার স্থাপন করা। আর না হয় ব্রজগোপীদের ঘরে ননী চুরি করিয়াছে। সে উহার দোষ নয়। পাড়ার বালকেরা উহাকে সঙ্গে লইয়া ঐসব কাজ করায়। আর কি চুরি করিয়াছে? বলিতে পার সমস্ত ব্রজবাসীর, বিশেষতঃ ব্রজগোপীর মন চুরি করিয়াছে, আরও হয়তো করিবে। আর কার কি চুরি করিল? বলিতে পার লক্ষ লক্ষ লোকের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া গাছতলায় বসাইয়াছে। তুমি প্রাচীন, তুমি বলিতে পার তোমার চক্ষের দৃষ্টি হরণ করিয়াছে, কাণের শ্রবণশক্তি হরণ করিয়াছে, দন্তের দৃঢ়তা হরণ করিয়াছে, মাথার চুল হরণ করিয়াছে ইত্যাদি। এ সব এমন গুরুতর অপরাধ কিরূপে হইল? কাঙ্গাল বলিবে, মা! তোমার গোপালকে আমি চোর

বলিব না। অবশ্য শাস্ত্র তাহাকে 'চোর জার শিখামণি' বলিয়াছেন, কিন্তু আমি চোর বলিব না। আমার কিছু চুরি করিতে পারে নাই। ঘরে হানা দিয়াছিল সত্য, কিন্তু আমার মনটি নিতে পারে নাই, আর নিবে কি প্রকারে? আমি আমার মন "সুতনিতরমণীসমাজে" কামিনীকাঞ্চনে, উদর উপস্থে চির-স্থায়ী মিরাস পাট্টা করিয়া দিয়া পাকাপোক্ত হইয়া বসিয়া আছি। গোপালের সাধ্য কি আমার মন চুরি করে? তা যাক্। গোপাল দেখিতে পাইল, সেই ঘরের মধ্যে একটি উদূখল উল্‌টা ভাবে রক্ষিত আছে। এই উদূখলের উপর দাঁড়াইলে শিকাস্থিত নবনীতভাণ্ড নাগাল পাওয়া যাইবে; তাই সে তাহাই করিল এবং একটী ছোট ভাণ্ড শিকা হইতে নামাইয়া তাহা ক্রোড়ে লইয়া উদূখলের উপর স্বস্তি-কাসনে বসিয়া একবার নিজ মুখে, একবার গবাক্ষ দিয়া বানরটীর হস্তে নবনীত দিতে লাগিল। শ্রীমান্ তখন 'খ' চিহ্নিত স্থানে উদূখলের উপরে পশ্চিম মুখ অর্থাৎ বানরটীর দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছে।

উদূখলাঙ্ঘ্রেরুপরিব্যবস্থিতং মর্কায় কামং দদতং শিচিস্থিতং।
হৈয়ঙ্গবং চৌর্য্যবিশঙ্কিতেক্ষণং নিরীক্ষ্যপশ্চাৎ সুতমাগমচ্ছনৈঃ॥

ভাঃ ১০।৯।৮

মা যশোদা পাকশালা হইতে মন্থনস্থানে আসিয়া এই সকল কাণ্ড দেখিতে পাইয়া এবং ইহা শ্রীমানেরই কর্ম্ম, অপর কাহারও

নহে ইহা বুঝিতে পারিয়া একটু হাসিলেন, কিন্তু শ্রীমান্‌কে তথায় দেখিতে পাইলেন না। তখন দধিমাখা পদচিহ্ন দেখিয়া বুঝিলেন শ্রীমান্ কোন্‌দিকে পলায়ন করিয়াছে। আবার উত্তর প্রান্তের নবনীত-গৃহে কিঙ্কিণীর শব্দ ও তৈজসাদি সরাইবার শব্দও শুনিতে পাইলেন। নিকটস্থ দেয়ালে লালার খেলার সামগ্রী—রঙ্গিণবস্ত্রনির্ম্মিত একহাত পরিমাণ একটী যষ্টি ঝোলান ছিল। সেইটী হাতে লইয়া মা সন্তর্পণে, শব্দ না করিয়া পশ্চিমের বারাণ্ডা দিয়া শেষ নবনীত-গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং ভেজান দরজা একটু ফাঁক করিয়া দেখিতে পাইলেন, শ্রীমান্ কি করিতেছে। লালা কিন্তু মাকে তখনও দেখিতে পায় নাই, কারণ লালা পশ্চিমমুখ হইয়া বসিয়াছিল, যদিও চোরের ন্যায় "চৌর্য্যবিশঙ্কিতেক্ষণ" অবস্থায় পশ্চাতে লক্ষ্য রাখিতেছিল। মা যশোদা 'ভ' চিহ্নিত স্থানে দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়াছেন। পশ্চিম গবাক্ষস্থিত বানরটী মাকে মুখোমুখি স্পষ্ট দেখিতে পাইল এবং ভয়ে তৎক্ষণাৎ লম্ফ প্রদান করিয়া তথা হইতে বাহিরে পলায়ন করিল। লালা বানরটীর ভীতি ও পলায়ন দেখিয়া ভয়ের কারণ জানিবার জন্য পশ্চাৎ দিকে তাকাইল ও দেখিল যষ্টিহস্তে মা দণ্ডায়মানা। অমনি উদূখলের উপর হইতে লাফ দিয়া ভূমিতে নামিল এবং মায়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উদ্দেশ্যে উত্তর পার্শ্বস্থ দরজা দিয়া পদ্মগন্ধা গাভী-গৃহের খণ্ড প্রাঙ্গণে বাহির হইয়া পড়িল। বাহির হইয়া গ ঘ (৫) চিহ্নিত পথে বহির্বাটী অভি-

মুখে পলাইতে আরম্ভ করিল। মা ও উহাকে ধরিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিতা হইলেন।

"গোপ্যন্বধাবন্ন যমাপ যোগিনাং ক্ষমং প্রবেষ্টুং তপসেরিতং মনঃ।"

ভাঃ ১০।৯।৭

গোপালের ধারণা ছিল যে, বহির্বাটীতে কর্ত্তারা উপস্থিত আছেন। সুতরাং তথায় গিয়া উপস্থিত হইতে পারিলে মায়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে, যে হেতু কর্ত্তাদের উপস্থিতিতে মা বহির্বাটীতে যাইতে পারেন না। সে জানিত না যে, সেদিন কর্ত্তারা সকলেই বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন, এমন কি শ্রীবলদেব চন্দ্র এবং মা রোহিণীও বাড়ীতে ছিলেন না। অবশেষে (৫) চিহ্নিত স্থানে ঠাকুর বাড়ীর পার্শ্বে সে মায়ের হাতে ধরা পড়িল। মা বামহস্তে গোপালের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া, নিজ দক্ষিণ হস্তে যষ্টি উঠাইয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তিরস্কারে গোপাল অত্যন্ত ভীত হইয়াছে দেখিয়া বাৎসল্যময়ী জননী হাতের যষ্টিখানি ফেলিয়া দিলেন এবং বালককে বন্ধন করিয়া কোনও নিরাপদ্ স্থানে আবদ্ধ রাখিয়া নিজে গৃহকার্য্যে নিযুক্তা হইবেন এইরূপ সংকল্প করিলেন। এখন আর এক প্রশ্ন উপস্থিত হইল। বন্ধন-রজ্জু না হয় নিজের কেশ বন্ধনের ফালি দ্বারাই চলিবে। গোপাল আর কতটুকু বালক? কিন্তু বাঁধিয়া কোথায় রাখেন? বারাণ্ডার স্তম্ভে বাঁধিলে নীচে প্রাঙ্গণে পড়িয়া আঘাত পাইবার

আশঙ্কা, তাই উত্তর প্রান্তের গৃহস্থিত উদূখলটীর সঙ্গেই বন্ধন করিয়া রাখিবেন স্থির করিলেন এবং গোপালকে সেই গৃহে লইয়া গিয়া অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর উদূখলে বন্ধন করিলেন। ইতিমধ্যে প্রতিবেশিনী ব্রজমাইগণ ও কয়েকটী গোপবালক সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। মাইদিগকে সরিয়া যাইতে বলিয়া ও বালকদিগকে ওখানে থাকিয়া কানাইয়ের প্রতি একটু নজর রাখিতে গোপনে উপদেশ দিয়া মা ব্রজেশ্বরী গৃহকার্য্যে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

মা ব্রজেশ্বরী বালকদিগকে যে কোন উপদেশই দিয়া থাকুন না কেন, তাঁহার অদৃশ্য হওয়ার পরক্ষণেই কানাইয়ের সঙ্গে বালকদের ইন্দুরের পরামর্শ আরম্ভ হইল এবং সকলে একত্র হইয়া উদূখলটী গৃহ মধ্যেই একটু স্থানান্তর করিল। সেইস্থানে দাঁড়াইয়া গবাক্ষ পথে শ্রীকৃষ্ণ উচ্চ যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয় দেখিতে পাইলেন। এই বৃক্ষযুগল নন্দালয়ে প্রবেশের দ্বারদেশেই অবস্থিত ছিল। চিত্রেও সেইস্থানেই দেখান হইয়াছে। বৃক্ষদর্শনমাত্রেই তাহাদের পূর্ব্বকথা শ্রীগোবিন্দের মানসপটে উদিত হইল; আর তিনি এই বৃক্ষযুগলকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশে যে পথে পূর্ব্বে পলায়ন করিয়াছিলেন, সেই পথেই উদূখল টানিতে টানিতে বৃক্ষসমীপে উপস্থিত হইলেন। মা তখন পাকশালার অভ্যন্তরে কাজে ব্যস্ত, তাই তিনি দেখিতে পাইলেন না। শ্রীকৃষ্ণ দুইটী বৃক্ষের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উদূখলটী বক্রভাবে তরুদ্বয়ে আটকাইয়া গেল।

"ইত্যন্তরেণার্জ্জুনয়োঃ কৃষ্ণস্তযময়োর্যযৌ
আত্মনির্ব্বেশমাত্রেন তির্য্যগ্‌গতমুদূখলং।"

ভাঃ ১০।১০।২২

ফলে দামোদরের আকর্ষণে বৃক্ষযুগল উৎপাটিত হইয়া প্রচণ্ড শব্দ করতঃ ভূপতিত হইল।

এই বৃক্ষদ্বয়ের পতনশব্দ এত প্রচণ্ড হইয়াছিল যে, নন্দ-মহারাজ ও অন্যান্য গোপগণ, যাঁহারা বাড়ী হইতে বহুদূরে ছিলেন তাঁহারাও ঐ শব্দ শুনিয়া বাড়ীর কোনও অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া ঐ স্থানে দ্রুত চলিয়া আসিলেন এবং প্রাণাধিক গোপালকে তদবস্থায় বদ্ধ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধন মোচন করিয়া গোপালকে বক্ষে ধারণ করিলেন।

এই গেল দাম-বন্ধন লীলার স্থান-নির্দ্দেশ। ইহার মধ্যে আর একটা কথা আছে। এই তিন বৎসরের নন্দলালা অবলীলাক্রমে পর্ব্বতসদৃশ যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়কে উৎপাটিত করিয়া ফেলিল। অথচ তখন তাহার দৈহিক সামর্থ্য কত তাহার প্রমাণ স্বরূপ দাম-বন্ধন লীলার পরবর্ত্তী একটা মধুর শ্লোক উল্লেখ করা যাইতেছে। শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন—

বিভর্ত্তি ক্বচিদাজ্ঞপ্তঃ পীঠ কোথান পাদুকং।
বাহুক্ষেপঞ্চ কুরুতে স্বানাঞ্চ প্রীতিমাবহন্
দর্শয়ং স্তদ্বিদাং লোকে আত্মনো ভৃত্যবশ্যতাং॥"

ভাঃ ১০।১১।৭

অর্থাৎ একটি পাদুকা উণ্থান অথবা কাঠের পীড়ি বহিয়া আনিতে পারিলেই লালার কত বাহাদুরী, কত সাবাস্‌, আর

নিজেও লালা কত গর্ব্বিত হইত। নন্দালয়ের বৃহৎ প্রাঙ্গণ। বৈকালে প্রতিবেশিনী গোপিকাগণ অনেকেই নন্দালয়ে আসিতেন। মা ব্রজেশ্বরী তাহাদিগকে তাম্বুলাদি দিয়া যথোচিত অভ্যর্থনা করিতেন। তাঁহারা প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে গৃহের ভিত্তির গাত্র-সংলগ্ন পীড়ি ও আসনাদিতে উপবেশন করিয়া লালার প্রাঙ্গণ মধ্যে রঙ্গ ও খেলা দেখিতে বড়ই ভালবাসিতেন। এই অবস্থাতে উপরোক্ত শ্লোকের বিষয় বর্ণিত বলিয়া মনে হয়। ইহার পরে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন

"গোপবৃদ্ধা মহোৎপাতাননুভূয় বৃহদ্বনে।
নন্দাদয়ঃ সমাগম্য ব্রজকার্য্যমমন্ত্রয়ন্॥"
ভাঃ ১০।১১।৯

এই গোপবৃদ্ধগণের সভা নন্দালয়ে বহির্ব্বাটীস্থ সুবৃহৎ বৈঠকখানাতেই হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

অতঃপর শ্রীনন্দ মহারাজ ও গোকুলবাসী সমস্ত গোপগণ বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী ও সমস্ত গৃহসামগ্রী ও গোধনাদিসহ মহদ্বনের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং তথায় ঘাটীগড় নামক স্থানে পল্লীস্থাপন করিয়া কিয়ৎকাল বসতি করিলেন। আমরা ও শ্রীনন্দগোকুলস্থ নন্দালয়ের মানচিত্রের বর্ণনা এখানে সমাপ্ত করিলাম।

শ্রীনন্দীশ্বর অথবা নন্দগ্রাম বসতি

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র পৌগণ্ড ও কৈশোর বয়সে নন্দগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মানচিত্রে নন্দগ্রামস্থ নন্দভবনের চিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-বিরচিত "শ্রীশ্রীব্রজরীতি-চিন্তামণি" গ্রন্থে নন্দভবনের রূপ ও গৃহাদির সমাবেশ বর্ণিত হইয়াছেন। এইরূপ বিশদ বর্ণনা আমি আর কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে আছেন বলিয়া শুনি নাই। এই গ্রন্থের বর্ণনা অবলম্বনেই মানচিত্র যথাসাধ্য অঙ্কিত করা হইয়াছে। এস্থলে গ্রন্থোক্ত কতিপয় শ্লোক ও তাহার বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে হয় নাই, কারণ এই গ্রন্থের অস্তিত্ব যাঁহারা অবগত নহেন অথবা যাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর পান নাই তাঁহাদের পক্ষে শ্লোক কয়টী সুখাস্বাদ্য বা প্রীতিকর বলিয়া মনে হইবে সন্দেহ নাই।

"যদীয় পূর্ব্বোত্তরদক্ষিণেষু বসন্তি লোকা হৃতসর্ব্বশোকাঃ
সানৌ পুরঃ শ্রীযুত নন্দরাজপুরীপুরাণাগমতঃ পুরাণা।" ১।১৬

বঙ্গানুবাদ। এই নন্দীশ্বর নামক পর্ব্বতের সানুদেশে সম্মুখভাগেই শ্রীযুক্ত নন্দরাজার পুরী ইত্যাদি। চিত্রেও ঐ স্থানেই পুরী দেখান হইয়াছে।

"মুখ্য প্রকোষ্ঠে চতুরালয়েঽস্যা ভাণ্ডারগেহং বরুণস্য দিশ্যম্
শ্রীকৃষ্ণবাসঃ শুভ দক্ষিণস্থঃ শ্রীরাম ধামোত্তর দিশ্য দেতি।" ১।১৯

বঙ্গানুবাদ। এই পুরীর চতুরালয় মুখ্যপ্রকোষ্ঠ অর্থাৎ ইহার চারিদিকেই প্রধান কুঠরী, তন্মধ্যে পশ্চিমদিকে ভাণ্ডার গৃহ, দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণের আবাস গৃহ এবং উত্তরদিকে শ্রীবলরামের আলয় অবস্থিত।

প্রাচ্যাং গৃহং তাদৃশমেব যত্র প্রাচ্যাংশ যস্যান্যতর প্রকোষ্ঠে
স্বপুত্র ভদ্রায় নিজেষ্টদেবং নারায়ণং সেবত এব নন্দঃ॥" ১।২০

বঙ্গানুবাদ। সেই মুখ্য প্রকোষ্ঠের পূর্ব্বদিকে শ্রীকৃষ্ণের গৃহতুল্য শ্রীনন্দরাজার গৃহ অবস্থিত। এই গৃহের পূর্ব্বদিকে অন্যতর প্রকোষ্ঠে শ্রীনন্দরাজ নিজ পুত্র শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের নিমিত্ত নিজ ইষ্টদেব শ্রীনারায়ণের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

"কোষালয়স্যান্বিত দক্ষিণাংশে কৃষ্ণস্য ধাম্নঃ শুভপশ্চিমেঽস্তি
যা পাকশালাদ্বয়মধ্য এব বিশ্রামধামাল্পক রাধিকায়াঃ।" ১।২১

বঙ্গানুবাদ। ভাণ্ডার গৃহ সংলগ্ন দক্ষিণাংশে এবং শ্রীকৃষ্ণের গৃহের শুভ পশ্চিমে যে পাকশালা আছে, এই পাকশালা ও শ্রীকৃষ্ণ-গৃহ এতদুভয়ের মধ্যে শ্রীরাধার ক্ষুদ্র বিশ্রামভবন বিদ্যমান আছে।

কৃষ্ণস্যধাম্নোঽন্বিত দক্ষিণাংশে পাকালয়স্যাপি বিরাজমানঃ।
আরাম আস্তে সরসী চ যত্র রহো মনোজ্ঞং বহু গেহবেদিঃ॥"
১।২২

বঙ্গানুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের গৃহ ও পাকগৃহ যেখানে মিলিত হইয়াছে, সেই দক্ষিণাংশেই পুষ্পোদ্যান ও সরোবর বিরাজমান। সেই পুষ্পোদ্যানে ও সরোবরতীরে নিভৃতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনসম্পাদিকা বহু মনোহর গৃহ-বেদিকা বিদ্যমান্ আছে।

গ্রন্থে আরও কতিপয় শ্লোকে গোপগণের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণের, পুরদ্বারপাল, পুররক্ষক, তাম্বুলী, তৈলিক ইত্যাদির বাসস্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, আর রাজপথ, বিপণি ইত্যাদির বর্ণনা করা হইয়াছে। এ স্থলে সেই সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম না। যাঁহারা অভিলাষ করেন মূলগ্রন্থ দেখিয়া লইবেন।

শ্রীমদ্ভাগবত যে কয়টি পৌগণ্ড ও কৈশোর লীলা বর্ণনা করিয়াছেন তন্মধ্যে স্বগৃহান্তর্গত কোনও লীলার বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না। গোচারণ, ক্রীড়া ও কুঞ্জলীলা সমস্তই নিজালয়ের বাহিরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং ভাগবতোক্ত কোনও বিশেষ লীলা অবলম্বন করিয়া এই চিত্রস্থ কোনও স্থানের পরিচয় দিতে পারিলাম না। একটিমাত্র স্থানের বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে শুনিয়াছি যে, যখন শ্রীভগবান্ শ্রীরাসলীলা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন নিজ গৃহের চিলে-ছাদে উঠিয়া "শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ" দর্শন করিয়াছিলেন। এই চিলে-ছাদের নিম্নস্থ স্থান মানচিত্রে 'চ' চিহ্নিত করা গিয়াছে। সম্মুখেই প্রশস্ত পুষ্পোদ্যান। এ ছাদে দাঁড়াইলে উদ্যানস্থ প্রস্ফুটিত মল্লিকাদি সমগ্র দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়।

শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ অষ্টকালীন লীলাস্মরণ উপলক্ষে মঙ্গলাচরণে নিম্ন লিখিত সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"কুঞ্জাদ্‌গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং
প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ।
মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধাপরাহ্নে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোঽবতান্নঃ॥"

গোঃ লীঃ ১।৪

উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত শ্লোকসকল অবলম্বন করিয়া অন্ততঃ শয়ন-স্থান, বিশ্রাম স্থান, ভোজন গৃহ, স্নানাগার, পাকশালা, রন্ধনান্তে শ্রীমতীর বিশ্রাম গৃহ, গোষ্ঠগমনে আলয় হইতে বহির্গত হইবার পথ, গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে আলয়ে প্রবেশ করিবার পথ ইত্যাদি স্থান মানচিত্রে নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর মনে হয়, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে সেই চেষ্টা হইতে বিরত রহিলাম। বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে নন্দগোকুলের স্থানাদি নির্দ্দেশ যেরূপ সিদ্ধান্তসম্মত ও স্থানান্তরের সম্ভাবনা-রহিত মনে হইয়াছে, শ্রীগোবিন্দলীলামৃত অবলম্বনে নন্দভবনের স্থানাদি নির্দ্দেশ তত সংশয়বিহীন হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। নিজে অক্ষম হইয়া একমাত্র অজ্ঞের কল্পনা পাঠকের হস্তে উপহার দেওয়া প্রগল্‌ভতা মাত্র হইবে, অনেকের নিষ্ঠায় ব্যাঘাত জন্মাইবে ও তাঁহাদের বহুকালের ধ্যান ধারণার চিত্রে বিপ্লব ঘটাইবে এই আশঙ্কায় উক্ত চেষ্টায় বিরত হইলাম।

যদুবংশীয় শ্রীকৃষ্ণের বংশলিপি

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যিনি আমার একমাত্র হৃদয়ের ধন, যাঁহার সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ স্থাপন করিবার বাসনা চিত্তে উদিত হইলে জীব কৃতকৃতার্থ হয়, তাঁহার মর্ত্ত্যলীলার বংশ পরিচয়, পরিজন-বৃন্দের নাম রূপ, খেলার সামগ্রী ইত্যাদি জানিতে স্বতঃই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। শ্রীবসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণের বংশাবলি শ্রীমদ্ভাগবত নবম স্কন্ধে চতুর্বিংশ অধ্যায়ে সবিস্তর বর্ণনা করিয়াছেন। লোকপাবন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রবংশে আবির্ভূত হইয়া ঐ বংশ চির-উজ্জ্বল ও প্রাতঃস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। উক্ত অধ্যায়ের বর্ণনা এই চিত্রে বংশলিপিরূপে অঙ্কিত করা গিয়াছে। ইহাতে নূতন কথা কিছুই নাই। শাস্ত্রোক্ত ভাষা বর্ত্তমান চলিত লিপিতে দেখান হইয়াছে মাত্র।

এই লিপিতে একস্থানে আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি মীমাংসায় উপনীত হইতে পারে নাই। তাহা শ্রীমান্ অক্রূরের স্থান। শ্রীমদ্ভাগবতে চিত্ররথের সহোদর শ্বফল্ক ও শ্বফল্ক পুত্র অক্রূর এইরূপ বুঝা যায়। এই অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য হওয়া সম্ভবপর নহে। অথচ শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৪৮।২৯ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে পিতৃব্য সম্বোধন করিয়াছেন। হইতে পারে যে ইঁহারা এক ব্যক্তি নহেন। এ বিষয়ে কোনও অনুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়া আমার মত

অশাস্ত্রবেত্তার পক্ষে সম্ভবপর নহে। আর প্রকৃত পক্ষে চন্দ্রবংশে অক্রূরের স্থান নির্দ্দেশ করাই যে আমার মুখ্য উদ্দেশ্য তাহাও নহে। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য এই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার সঙ্গে সাক্ষাৎরূপে সংশ্লিষ্ট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন তাহাদের স্থান বংশতালিকায় নির্দ্দেশ করা, কারণ তালিকায় নাম দেখিলেও ভক্তহৃদয়ে একটু স্পন্দন হইতে পারে। উল্লিখিত কারণে শ্রীঅক্রূর মহাশয়ের স্থান আমি বংশতালিকা হইতে উঠাইয়া দিলাম। যাঁহারা তাঁহার বিষয়ে কিছু জানিতে চাহেন তাঁহাদিগকে বঙ্গীয় মহাকোষ গ্রন্থের ১৭০-১৭২ পৃষ্ঠায় সুযোগ্য শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের সমালোচিত প্রবন্ধটী পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

গোপনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পিতৃমাতৃকুল পরিবার ও সহচরগণ

নন্দগোকুল বাসকালীন শ্রীকৃষ্ণের পরিবারবর্গের নাম, রূপ ইত্যাদি শ্রীল শ্রীপাদ রূপগোস্বামী "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশদীপিকা" গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থ

বঙ্গানুবাদসহ শাস্ত্র-গ্রন্থ-বিক্রেতার দোকানে পাওয়া যায়। গ্রন্থারম্ভে শ্রীগোস্বামী পাদ লিখিয়াছেন।

"মথুরা মণ্ডলে লোকে গ্রন্থেষু বিবিধেষু চ
পুরাণে চাগমাদৌচ তদ্ভক্তেষুচ সাধুষু।
তে সমাসাদ্বিলিখ্যন্তে স্বসুহৃৎ পরিতুষ্টয়ে
আনুপূর্ব্বীবিধানেন বর্ত্তিপ্রথিতবর্ত্মনঃ॥" ১।৫

অর্থাৎ মথুরা প্রদেশের লোকপ্রবাদে, বিবিধ গ্রন্থ মধ্যে, পুরাণ ও আগমাদিতে এবং তাঁহার ভক্ত সাধুগণের নিকট যাহা অবগত হইয়াছি তাহাই নিজের সুহৃদ্বর্গের পরিতোষ নিমিত্ত যথাক্রমে সংক্ষেপে লিখিতেছি। ইহাতে অনুরাগের পথ বিশেষ প্রণালীবদ্ধ হইবে।

যাঁহারা ব্রজলীলা আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করেন সেই সকল পূজ্যপাদ ভক্তবৃন্দ মধ্যে হয়তো কেহ কেহ এই অমূল্য গ্রন্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবগত নহেন। তাহাদিগকে এ গ্রন্থ পাঠ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। ইহাতে কোনও লীলার বর্ণনা নাই, স্থানের বর্ণনাও নাই। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পরিবারবর্গ, সহচর সহচরী, সেবক, পরিচারক ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ, বয়স, নাম, রূপ, বসন ভূষণ ইত্যাদি বিবৃত হইয়াছেন। 'পশুপাঙ্গজ' শ্রীকৃষ্ণ, 'ক্রীড়ামনুজবালক' শ্রীকৃষ্ণ, নন্দনন্দন, যশোদাদুলাল, ব্রজবাসীর নয়নের মণি, ব্রজমাইদের লালা, ব্রজবালকের জীবনকানাই, ব্রজাঙ্গনার প্রাণপতি সর্ব্বজনের প্রাণের প্রাণ, জীবনধন, গোষ্ঠবিজয়ী, রাসবিহারী,

বিপিনবিহারী, শ্রীকৃষ্ণ যাহাদিগকে আপন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, যাহাদের প্রেমে বাঁধা ছিলেন, যাহাদের সঙ্গে আত্মীয়তা কুটুম্বিতা ছিল, যাহাদের সঙ্গে ক্রীড়া গোচারণ ও বিহারাদি করিতেন, যাহাদিগকে বাবা, মা, জ্যেঠা, খড়া, ভাই, বোন্, মাসী, পিসী, দাদা, দিদি, ঠাকুরমা ইত্যাদি সম্বোধন করিতেন, সেই সকল ব্যক্তির পরিচয় এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সেবকগণ, খেলার সামগ্রী, গোধন, পালিত পশুপক্ষী ইত্যাদির ও সম্যক্ পরিচয় এ গ্রন্থে পাওয়া যায়।

এই পুস্তিকার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে নন্দগোকুলের বর্ণনা কিঞ্চিৎ সন্নিবেশ করা গিয়াছে। ইহাতে সন্নিবেশিত ১ম ও ২য় মানচিত্রে উক্ত গোকুলের ও নন্দগ্রামের চিত্র কিঞ্চিৎ অঙ্কিত করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে গোকুলবাসী শ্রীকৃষ্ণের পরিবারগণের পরিচয় সম্বন্ধে দিক্ নির্দ্দেশ করা গেল। ধাম ও ধামবাসী ব্যক্তিগণের ধারণা একত্রে হৃদয়ে প্রকাশ হইলে ভক্তগণ বিশেষ আনন্দ পাইবেন সন্দেহ নাই।

উক্ত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশদীপিকা গ্রন্থ পাঠ করিবার সুযোগ সকলের নাও হইতে পারে, এই আশঙ্কায় গোপবালক শ্রীকৃষ্ণের পিতৃকুল মাতৃকুল, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর পিতৃকুল মাতৃকুল হইতে সামান্যাংশ বংশতালিকারূপে ৪র্থ লিপিতে সন্নিবেশিত করা হইল।

৪র্থ লিপির অন্তে ভক্তসাধারণের জ্ঞাতব্য ও আস্বাদ্য শ্রীকৃষ্ণের সহচরগণের নাম ও তাঁহার গাভীগণের নাম আমি

ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ হইতে যে কয়টি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাদের তালিকা দিলাম। ইহাদের একটি নাম উচ্চারণে অথবা স্মরণে ভক্তহৃদয়ে স্পন্দন হইবে ইহা আমার ধারণা।

উক্ত গ্রন্থে ও শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃতে শ্রীমতী বৃষভানু নন্দিনীর সহচরীবৃন্দের ও গোপীগণের অনেক নাম পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদের নাম, রূপ বেশভূষাদি সম্বন্ধে মহাজনগণ অনেক বিস্তৃত গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। বিশেষতঃ শ্রীভগবানের মধুর রসাত্মক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লীলার স্থান, পরিকর ইত্যাদি বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও জ্ঞান নাই, আর অনুসন্ধানের অধিকারও নাই। তাই এই পুস্তিকায় শ্রীমতির সহচরীগণের নাম উল্লেখ করিতে সাহসী হইলাম না।

এইস্থানে শ্রীশাস্ত্রগ্রন্থের, শ্রীগোস্বামীপাদগণের, বৈষ্ণবগণের ও ভক্তপাঠকগণের চরণে অসংখ্য প্রণতি সহকারে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা সমাপ্ত করা গেল।

জনৈক লীলারসভিক্ষুক।